যুগান্তর

তারিখ ... 28 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ৩ ...

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

সিরাজুল ইসলাম খন্দকার

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এতে করে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করেছে, অন্যদিকে শিক্ষকদের মধ্যে জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতা বেড়েছে। পরীক্ষা পরিচালনা ও একাডেমিক সংক্রান্ত কতিপয় অনিয়ম দূর করলে সমাপনী পরীক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাইলস্টোন হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ২০১২ ও ২০১৩ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছি। শুধু সংখ্যাগত মান নয়, একাডেমিক মানোন্নয়নে বুড়িচং উপজেলাকে একটি আলাদা উপজেলা হিসেবে পরিগণিত করতে সমর্থ হয়েছি। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছে, আলোকপাত করছি—

প্রথমত, বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী বাংলা ও ইংরেজিতে রিডিং এবং গণিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগে অসমর্থ, তাদের তালিকা প্রণয়ন করে বিদ্যালয়ে যতজন শিক্ষক রয়েছেন, ততজনের মধ্যে ভাগ করে ২-৩ মাস সময় দেয়া হতো সেসব বিষয়ে যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে গাইড টিচার সিস্টেম প্রবর্তন করা হতো। দ্বিতীয়ত, ৫ম শ্রেণীর সব ছাত্রছাত্রীকে ৫-৬ জনের সমন্বয়ে একটা দল করা হতো। দলে পারদর্শী, কম পারদর্শী ও মেধাবীদের সমন্বয়ে দল গঠন করা হতো। মেধাবী ছেলে বা মেয়েকে দলনেতা করা হতো। দলনেতার নেতৃত্বে দলের পাঠদান প্রক্রিয়া চলত। দলের বিন্যাস ছিল ইউ টাইপের। সদস্যদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হতো দলের মাধ্যমে। এতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, যদি ৫ম শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে, তাহলে দল গঠিত হবে এভাবে—

দল নং	দলনেতার রোল নং	সদস্যের রোল নং
১	১	৪০, ৩২, ২৪, ১৬ = ৫ জন
২	২	৩৯, ৩১, ২৩, ১৫ = ৫ জন
৩	৩	৩৮, ৩০, ২২, ১৪ = ৫ জন
৪	৪	৩৭, ২৯, ২১, ১৩ = ৫ জন
৫	৫	৩৬, ২৮, ২০, ১২ = ৫ জন
৬	৬	৩৫, ২৭, ১৯, ১১ = ৫ জন
৭	৭	৩৪, ২৬, ১৮, ১০ = ৫ জন
৮	৮	৩৩, ২৫, ১৭, ০৯ = ৫ জন

কোনো ছাত্রছাত্রী কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে তার বাড়িতে দলের ছাত্রছাত্রীরা গিয়ে খোঁজখবর নিত। প্রতিটি দল সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকতেন একজন শিক্ষক।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয়গুলোয় মোট ৫-৬টি মডেল টেস্ট নেয়া হতো। মডেল টেস্টে অকৃতকার্য হারের বিদ্যালয়গুলোকে UEO, AUEO, URC, Instructor-দের মধ্যে পরিদর্শনের জন্য বিভাজন করা হতো। সবচেয়ে খারাপ ফলধারী বিদ্যালয়গুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করে মাসে অন্তত ৩-৪ বার পরিদর্শন করা হতো। লক্ষ্য করা গেছে, জাতীয়করণকৃত কোনো কোনো বিদ্যালয়ের মান হতাশাব্যঞ্জক। তখন সেসব বিদ্যালয়ে সরকারি দক্ষ শিক্ষকদের সাময়িকভাবে সংযুক্তি করা হতো।

চতুর্থত, উপজেলা শিক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হতো। মা সমাবেশে সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউএনও ও বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকতেন।

পঞ্চমত, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 'মিড ডে মিলের' ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থানীয় দানবীর ব্যক্তিদের সহায়তায় মিড ডে মিলের কার্যক্রম চলত।

এ কৌশল দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে চালু করা হলে, ভালো ফল পাওয়া যাবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ কাজে প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে এগিয়ে আসতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কৌশলগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা ও একাডেমিক সংক্রান্ত অনিয়মগুলো দূর হবে এবং একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

অব. উপজেলা শিক্ষা অফিসার